দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা

প্রান্ত থেকে

১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, প্রকাশকাল মার্চ ২০২৩

[মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৭২ সালে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংস্থা ত্রাণ পুনর্বাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ কর্মসংস্থান ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি বিগত দুই দশক ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রায় ৫০,০০০ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্প্রতিক বছরসমূহে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় বাংলাদেশের উপকূলে জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়নের লক্ষ্যে কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্দ্ধনমূলক কর্মকান্ডের সম্প্রসারণ, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে লাগসই বিভিন্ন কর্মসূচি, খাদ্য ও পুষ্টি যোগানে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এমন এক সমাজ ব্যবস্থা তথা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে যেখানে শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমঅধিকার, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার পাবে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও লিঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে।]

উন্নয়নের ৫ দশক গল্পটা দারিদ্র জয়ের, গল্পটা উন্নয়নের

গত ১৮ মার্চ দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা তার কার্যক্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। বিগত প্রায় ৫ দশকের দারিদ্র নিরসন কর্মসূচির অভিযাত্রার সাথে যুক্ত হয়েছে নানারকম সামাজিক উন্নয়ন ও অন্তর্ভূক্তিমূলক কার্যক্রম। দীর্ঘ এ কর্মসময়ে দেশে বিদেশে উন্নয়নের গতিধারা পরিবর্তিত হয়েছে। জাতিসংঘ প্রণীত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনের পর দেশ এখন টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি(এসডিজি) অর্জনের পথে রয়েছে । এই প্রেক্ষিতে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা সরকারের লক্ষিত উন্নয়ন কর্মসূচি, অষ্টম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বিচ্ছিন্ন হাতিয়া, মনপুরা ও নোয়াখালীসহ আরও ৬টি জেলায় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। বিগত ৫ দশকের কর্মঅভিজ্ঞতায় স্থানীয় মানুষের উন্নয়ন ও সম্প্রতি কোভিড মোকাবেলা ও ডিজিটালাইজেশনের অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে নানারকম উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এই প্রেক্ষিতে গৌরবের অর্জন মূল্যায়নের পাশাপাশি সংস্থা ক্ষুদ্র অর্থায়ন, প্রতিষ্ঠান বিনির্মান ও দারিদ্র নিরসনের মাধ্যমে একটি মর্যাদাপূর্ণ মানবিক সমাজ তৈরির জন্য কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা তৈরি ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রেক্ষাপট

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আঘাত হেনেছিল একটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়। এই মহা প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে উপকল অঞ্চল জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং ১০ লক্ষ মানুষের জীবন হানি ঘটেছিল। পাকিস্তানের সামরিক সরকার এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরও জরুরী ত্রাণকার্য পরিচালনায় গড়িমসি করে। ঘূর্ণিঝড়ের পরও যারা বেঁচে ছিল তারাও ধুকেধুকে মারা যাচ্ছিল খাবার আর পানির অভাবে। ঐ সময়ে বঙ্গবন্ধু নিজে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য লঞ্চভর্তি ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে প্রথমে ভোলা এবং পরে হাতিয়া-রামগতি অঞ্চলে গিয়েছিলেন। তখন খুব কাছ থেকে বঙ্গবন্ধুর মনের ভিতরকার অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম। বঙ্গবন্ধুর মানুষের প্রতি ভালোবাসা, আবেগ, হৃদয়ের টান এবং ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত দ্বীপ এলাকার অসহায় ও দুস্থ্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন। এই পথ ধরেই অসহায় মানুষের জন্য কিছু করার তীব্র অঙ্গীকার তৈরি হয় তাঁর মনে এবং পরবর্তীতে রেডক্রসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

কেন দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা অন্যদের থেকে আলাদা ?

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা বিচ্ছিন্ন হাতিয়া দ্বীপে যখন কাজ শুরু করে তখন যুদ্ধের দাহকাল চলছে। ৭০ এর জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ে মনপুরা, হাতিয়া তখন বিরানভূমি। প্রায় দশলক্ষ মানুষ ভেসে গিয়েছিল এই ঘূর্ণিঝড়ে। যারা বেঁচেছিলেন তারাও কলেরা, অনাহার ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগে মৃতপ্রায়। ঘর নেই, বাড়ি নেই মানুষ কোনোরকমে বেঁচে আছে। এই সময় রেডক্রসের কর্মী হিসেবে এই অঞ্চলে কাজ শুরু করেন দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার নিবার্হী পরিচালক মোঃ রফিকুল আলম। তিনি বলেন, সংস্থার কর্মী হিসেবে সেবামূলক কাজ করতে গিয়ে স্থানীয় মানুষের উন্নয়নে একটা সামগ্রিক কর্মসূচি নেয়ার কথা মাথায় আসে। ত্রাণ নিয়ে কাজ করতে করতে দেখলাম মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে পড়েছে, কেবল ত্রাণের আশায় থাকছে। তাই স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও যুব সমাজকে সাথে নিয়ে হাতিয়াতে ৭০ এর দশকে স্কুল কলেজসহ রাস্তাঘাট উন্নয়নের কাজ শুরু করলাম। এভাবে কয়েকবছর বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার পর ১৯৮২ সালে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে এবং অক্সফাম, জাপান রেডক্রসসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহায়তায় হাতিয়া ও মনপুরাসহ নোয়াখালী অঞ্চলে কাজ শুরু করি।

তিনি বলেন, গত পঞ্চাশ বছরে অনেক উন্নয়ন সংস্থা তাদের কর্মপরিসর বিস্তৃত করেছে কিন্তু দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা মূলত বিচ্ছিন্ন হাতিয়া ও মনপুরা দ্বীপসহ নোয়াখালীর চরাঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি, সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধি, আগামী প্রজন্মকে সমাজ ও সমাজের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ ও সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাসহ একটি সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে। অন্যান্য সংস্থার সাথে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কাজের পার্থক্য এখানেই। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার লক্ষ্য হচ্ছে , এমন একটি সমাজ যেই সমাজে সকল প্রান্তের, সকল শ্রেণি পেশার মানুষ উন্নয়নের ছোঁয়া পাবে। উন্নয়ন মানবিক হবে । ধনী-গরীবের বৈষম্য থাকবে না।

মাননীয় সাংসদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদা খানম সাকি

সংস্থার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদা খানম সাকী। তিনি বলেন, মার্চ মাস আমাদের গর্বের মাস। এই মাসে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ১৭মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও ৮ মার্চ নারী দিবস। তিনি এই মার্চ মাসে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার এ আয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশ দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তিনি সংস্থার শিক্ষাবৃত্তি ও চক্ষুক্যাম্প আয়োজনের জন্য সাধুবাদ জানান এবং তাৎক্ষণিকভাবে ১ লাখ টাকা শিক্ষাবৃত্তিতে অনুদানের ঘোষণা করেন। তিনি দেশ গঠনে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা তুলে ধরেন ও দুর্নীতি প্রতিরোধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কঠোর অবস্থানের কথা তুলে ধরেন।

কার্যক্রমের ৫ দশক (১৯৭২-২০২২)

ক্ষুধামুক্তি ও দেশ পুনর্গঠন (৭০-৮০)

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা তখনও সাংগঠনিক স্বীকৃতি পায়নি। বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলম রণাঙ্গনের সহযোদ্ধা প্রয়াত বজলুর রহমান, হাফিজুর রহমান বাবুল, মো: ইয়াসিন, সাখাওয়াত, কাওসার, হাসান, নাজমা বেগম, মায়া মজুমদার ও মানী মজুমদারকে নিয়ে ''সারথী'' নামে ক্লাব গঠন করে শুরু করেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত হাতিয়া পুনর্গঠনের কাজ। প্রথমেই হাতিয়া স্কুল মাঠ যেখানে হাতিয়াকে মুক্ত ঘোষণা করা হয় সেখানেই তৈরি করেন ''শহীদ মিনার'' ও হাতিয়া দ্বীপ কলেজ (এখন সরকারিকরণ হয়েছে)। অক্সফাম ও জাপান রেডক্রসের সহায়তায় স্থানীয় মানুষের ঘর তৈরি করে দেয়াসহ খাদ্য ও কাপড় ঔধুষ ও অন্যান্য ত্রাণ কার্য পরিচালিত হয় তার নেতৃত্বে। এই স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যেই দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ধারণা অংকুরিত হয়েছিল।

চাহিদা বা সেবামুখী উন্নয়ন (১৯৮০-১৯৯০)

১৯৮০ দশকে এসে এনজিওদের কল্যানমূখী এবং অধিকারভিত্তিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানের কারণে হাতিয়া অঞ্চল নদীভাঙন প্রবণ। প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাণহানি, অবকাঠামো ধ্বংস, নিরাপদ পানির সংকট মানুষের জীবন জীবিকাকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। অনেকক্ষেত্রেই স্থানীয় মানুষদের পরিবার নিয়ে অন্যত্র বসবাসের জন্য চলে যেতে হয়েছিল। ফলে ৮০'র দশকে সংস্থার উদ্যোগে বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোতে মানুষের বাস্তচ্যুতির সংকট মোকাবেলা ও আশ্রয়নের জন্য কলোনি তৈরি ও খাবার পানির সংকট দূর করতে টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়। নিঝুম দ্বীপে ধানসিঁড়ি, বাতায়ন, ছায়াবিথী, নলচিরায় বিধবা কনোলী, রনি কলোনী ও বুড়ির চরে বৈশাখী ও ফাল্গুনি কলোনি স্থাপন করে এ সংস্থা। এছাড়া নিরাপদ খাবার পানির জন্য এনজিও ফোরামের সহায়তায় নিঝুম দ্বীপ ও হাতিয়ায় প্রায় ৩ হাজার টিউবওয়েল স্থাপন করে।

প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৮২ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধন লাভ করে। এরপর ১৯৮৫ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে, ২০০০ সালে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও ২০০৭ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি থেকে নিবন্ধন লাভ করে।

অধিকারভিত্তিক এপ্রোচ (খাসজমি বন্টন) (১৯৯০-২০০০)

১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালীর (বর্তমান লক্ষীপুর জেলা) রামগতি উপজেলার চরপোড়া গ্রামে ভূমি ও গৃহহীন অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করেছিলেন জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে তার সরকারের গৃহীত প্রায় সব উদ্যোগই বাতিল করা হয়। পরে নব্বই এর দশকে হাতিয়া ও নোয়াখালী অঞ্চলে স্বাধীনতার পর থেকেই দরিদ্র ভূমিহীন মানুষের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়ার কাজ শুরু করেন মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে আসা একদল তরুণ মুক্তিযোদ্ধা। তাদের নেতৃত্বে হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ, রামগতি ও নোয়াখালীর একটি অঞ্চলে খাসজমি দরিদ্রদের নামে বন্দোবস্তের উদ্যোগ নেয়া হয়। সরকারের এনজিও প্রতিনিধি হিসেবে বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: রফিকুল আলমের নেতৃত্বে ঢালচর, নলচিড়া, জাহাজমারা ও নিঝুম দ্বীপে প্রথমে একসনা বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমিহীন ও নদীভাঙনের শিকার মানুষের মধ্যে খাসজমি বন্টন শুরু হয়। নিঝুম দ্বীপে প্রথম বিদ্যালয় '' নিঝুম দ্বীপ বিদ্যানিকেতনের'' নামে প্রথম দুই একর জমি বরাদ্দের মাধ্যমে সংস্থার উদ্যোগে খাসজমি বন্দোবস্ত শুরু হয়।

উল্লেখ্য, যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্থ হয় নারী ও শিশুরা। এই বিষয়টি মাথায় রেখে সম্পদে নারীর অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৯৬ সালে স্বামী-স্ত্রীর যৌথনামে খাসজমি বরাদ্দ দেয়ার বিধান রাখা হয়। এ আইনে বলা হয়েছে বিচ্ছেদ হলে স্বামীর অংশ রাষ্ট্রের কাছে চলে যাবে। তবে নারী এককভাবেও ভূমি বন্দোবস্ত পাবেন।

প্রাকৃতিকভাবে নোয়াখালীতে নতুন জেগে ওঠা চরে খাসজমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। ফলে নোয়াখালীর বিস্তৃর্ণ চরাঞ্চলে জলদস্যুদের দখল ছিল। খাসজমিকে নিয়ে হামলা মামলা জবরদখল ও প্রাণহানি ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। এ অবস্থায় স্থানীয় প্রশাসন, রাজনীতিবিদদের সাথে নিয়ে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী ও ভোলা জেলার বিস্তৃর্ণ চরাঞ্চলে দরিদ্র ও বাস্তচ্যুত প্রায় ৩ হাজার পরিবারকে ২ একর করে খাসজমি পেতে সহায়তা করেছে।

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আয়বর্ধন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে নিয়ে আসা (১৯৯০-২০০০)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ১৯৯০-এর মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য, দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত সম্ভাবনাময় এনজিওসমূহের অর্থসংস্থানে সাহায্য প্রদান। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা নিবন্ধিত হয় ও হাতিয়া, মনপুরা দ্বীপে কাজ শুরু করে। পর্যায়ক্রমে এই কাজ নোয়াখালীসহ আরও ৫টি জেলায় বিস্তৃত হয়।

সংস্থার ক্ষুদ্রঋণের আয়বর্ধনমূলক ও কর্মসংস্থান কর্মসূচির লক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই হচ্ছে গ্রামীণ দরিদ্র নারী। ৯০ এর দশকে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের সুসংগঠিত করে দল গঠনের মাধ্যমে জামানতবিহীন পরিশোধযোগ্য স্বল্প পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তাদের আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করে এ সংস্থা। সংস্থার সাথে ৩০বছর ধরে কাজ করছেন এমন অনেক নারী পরিবারে ও সমাজে স্বাবলম্বী হয়েছেন। গ্রামীণ সমাজে দারিদ্র ও অশিক্ষা ছাড়াও যৌতুক, তালাক, নারী পাচার, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি ঘটনাসমূহ নারীদের নিরাপত্তাহীনতার উল্লেখযোগ্য কারণ । এ উপলব্ধি থেকেই এ তিন দশক ধরে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এ সংস্থা।

আয়বর্ধনমূলক ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি সম্প্রসারণ ও দক্ষতাবৃদ্ধি (২০০০-২০১০)

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ দিয়ে বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীতে সমাজের চাহিদা অনুযায়ী যুক্ত হতে থাকে নানা কর্মসূচি। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা নব্বই এর দশকে আয়বর্ধনমূলক ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি শুরু করলেও পরবর্তী দশবছরে এই কর্মসূচির সাথে যুক্ত হয়েছে উপকারভোগীদের সামাজিক চাহিদা পূরণ, তাদের অধিকার এবং ক্ষমতায়নের বিষয়টি। যার ফলে তাদের অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ও উন্নতি, দারিদ্র থেকে বেরিয়ে আসা এবং অন্যদিক স্বাস্থ্য সেবা, সুপেয় পানি, স্যানিটেশন, কৃষি এবং অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক মূলধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করার দক্ষতা তৈরিতে সংস্থার বহুমুখী উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচির সাথে অন্তর্ভূক্তিমূলক কার্যক্রম-(২০১০-২০২২)

রাষ্ট্রের বিভিন্ন সেবা পাওয়া রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার। কিন্তু এ অধিকার দেশের সব প্রান্তে সমভাবে পৌঁছায় না। রাষ্ট্র যেখানে যেতে পারে না সেখানে এনজিওগুলো নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে বঞ্চিত নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণসহ বিভিন্ন সেবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থাও গত ৫ দশক ধরে এই কাজটিই করেছে বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোতে। মানুষের মধ্যে যে আত্মবিকাশের ক্ষমতা আছে সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে এ সংস্থা। যেমনঃ

শিক্ষাবৃত্তি

দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা নিজস্ব অর্থায়নে স্নাতক ও ডক্টরাল পর্যায়ে অধ্যয়নরত দরিদ্র, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে। শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠন, টেকসহ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন, সুবিধাবঞ্চিত মেধাবীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনে সহায়তা করা। এই উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালে ২৬ জন, ২০১৬ সালে ২২ জন, ২০১৭ সালে ২২ জন, ২০১৮ সালে ২৯ জন, ২০১৯ সালে ২১ জন, ২০২০ সালে ২১ জন এবং ২০২২ সালে ১৫ জনকে সংস্থার পক্ষ থেকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।

হাতিয়ার যে কৃষক একসময় কেবল ধান চাষ করতো সে এখন ধানচাষের পরিবর্তে ড্রাগনফ্রুট ও বলসুন্দরী বড়ই চাষ করে লাভবান হচ্ছেন। প্রত্যন্ত চরএলাকায় হচ্ছে সবজি ও শিমের চাষ। প্রতিটি বাড়িতে গরু-ছাগল, হাঁসমুরগী, মাছ চাষের পুকুর রয়েছে। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। অনেকেরই বাড়িতে এখন পাকাঘর, টিউবওয়েল, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা। দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে এসে অনেকেই মর্যাদাপুর্ণ জীবন

যাপনের চেষ্টা করছেন। নোয়াখালী অঞ্চলে এই সংস্থা স্থানীয় মানুষের কাছে সেই ভরসার জায়গাটা তৈরি করতে পেরেছে।

বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলের মানুষের কাছে দুর্যোগের প্রস্তুতি ও আগাম সতর্কবার্তাসহ অন্যান্য তথ্য পৌঁছে দেয়ার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে রেডিও সাগরদ্বীপ নামে একটি কমিউনিটি রেডিও পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় মানুষ রেডিও থেকে তার প্রয়োজনীয় তথ্য পাচ্ছে। সরকার এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় কমিউনিটি রেডিওর ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

অর্থনীতিবিদ ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ মনে করেন, যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিশ্ব পরিমন্ডলে বাংলাদেশের জন্য প্রশংসাসূচক 'উন্নয়ন ধাঁধা' পরিচয় এনে দিয়েছে। তার একটি হচ্ছে, কম খরচে সমাধান (Low-cost solution) ও অন্যটি কার্যকর সামাজিক উদ্যোগ (Social mobilization)। প্রথমটি কম খরচে ডায়রিয়া ও কলেরার মতো মারণব্যাধি রোধে ওয়্যাল স্যালাইন তৈরির কাজ, আর দ্বিতীয়টি সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে বিদ্যমান সমাজে ক্রমবর্ধিষ্ণু সচেতনতা সৃষ্টি। তা ছাড়া ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির দ্রুত বিস্তার ও নারীদেরমধ্যে সামাজিক সংযোগ ও গতিশীলতাও এ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। এমনি করে, অনেকটা নীরবে ও নিভৃতে, এমনকি দৃষ্টির অগোচরে এনজিও খাতের মাধ্যমে একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যা অন্যান্য উন্নয়ন-কর্মকান্ড বাস্তবায়নের কাজ সহজতর করে তুলেছে। অর্থনীতিবিদ ওহাহিদউদ্দিন মাহমুদের কথার মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ৫দশকের কর্মযজ্ঞ।

কোভিড -১৯ বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি কমিয়ে দিয়েছে। গত দু'বছর ধরে চলছে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা। এই অবস্থায় জাতিসংঘ বলছে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোভিড-১৯ ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য যে কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে তার সাথে টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিচালিত কার্যক্রমকে একীভূত করতে হবে। এই ভাবনাকে মাথায় রেখেই দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি, গতিশীলতা অব্যাহত রেখেছে। মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পুষ্টিসহ পরিচ্ছন্ন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের অধিকার বাস্তবায়নে কাজ করছে।

বিডি ওয়াশ প্রকল্প

সুস্থ ও মেধাবি জাতির জন্য প্রয়োজন, নিরাপদ পানি ও উন্নত পয়:নিষ্কাশন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-পিকেএসএফে'র সহায়তায় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা 'গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (ওয়াশ) প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে নোয়াখালী জেলার কোম্পানিগঞ্জ, কবীরহাট ও সুবর্ণচর, চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ ও লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলা ও রামগঞ্জ উপজেলার ১০টি শাখায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২ সালের জুন থেকে শুরু হয়ে এখন পর্যন্ত প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৭০০টি পরিবার স্যানিটেশন ও ৪০টি পরিবার নিরাপদ পানি সরবরাহ অবকাঠামো স্থাপনের জন্য ঋণ পাবে। চলতিবছর থেকে এ কার্যক্রম সমগ্র মনপুরা ও হাতিয়া দ্বীপে শুরু হবে।

বাংলাদেশে এখনও ২ মিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানি ও ৪৮ মিলিয়ন মানুষের উন্নত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থার বাইরে রয়েছে। কিন্তু একটি মেধাবী ও সুস্থ জাতি গড়ে ওঠার পূবশর্ত হচ্ছে নিরাপদ খাবার পানি ও উন্নত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থায় দেশের শতভাগ মানুষের অভিগম্যতা থাকা।

নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটারি ল্যাট্রিনের উপকরণের জন্য নিকটস্থ দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ও পানিসরবরাহ শুধু সুস্থ থাকার জন্য নয় এটা পরিবারের মর্যাদারও বিষয়।

চক্ষুক্যাম্প অনুষ্ঠিত

১১৪ জন মানুষের চোখের আলো ফিরিয়ে আনা

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় এক বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন করে । এ উপলক্ষে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সকাল ১০ টায় দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার ফাউন্ডেশন অফিসে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চক্ষুক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মো: মাহবুব মোর্শেদ লিটন, উপজেলা চেয়ারম্যান, হাতিয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন মো: কায়সার খসরু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, হাতিয়া ও মো: কেফায়েত উল্যাহ, ভাইস চেয়ারম্যান, হাতিয়া। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মো: তোফায়েল হোসেন, ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল, হাতিয়া দ্বীপ সরকারি কলেজ ও একেএম ওবায়দুল্যাহ বিপ্লব, মেয়র হাতিয়া পৌরসভা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ, বীরমুক্তিযোদ্ধা ও দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থার উপদেষ্টা মো: এনামুল হক। ক্যাম্পে নোয়াখালীর চানন্দি ইউনিয়ন এবং বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হাতিয়া ও নিঝুমদ্বীপ ইউনিয়নের মুক্তিযোদ্ধাসহ, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মোট ১১৪ জন মানুষের বিনা মূল্যে চক্ষুপরীক্ষা, চোখের ছানি অপারেশন ও ঔষধ দেয়া হয়।

সম্পাদনা পর্ষদ :
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল আলম
মোঃ হুমায়ুন কবির সিকদার, অন্তরা তালুকদার
প্রকাশনায় : দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা,
প্রধান কার্যালয় : ২৪/৫ মল্লিকা, প্রমিনেন্ট হাউজিং, ৩ পিসি কালচার রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭।
ই-মেইল : dus.eddus@gmail.com , dusdhaka@gmail.com
ফোন : +৮৮ ০২ ৪৮১১০৩৬২

নির্বাহী সম্পাদক : বাসন্তি সাহা
সহযোগিতা : গোলাম কিবরিয়া স্বপন, তাছনিম বিনতে মুখলিছ, সাজনীন সিফাত
আঞ্চলিক কার্যালয় : শান্তি নিবাস, দেলোয়ার কমিশনার রোড, সোনাপুর, সদর নোয়াখালী
ফোন : +৮৮০ ৩২১ ৬৩২৩৫
ফাউন্ডেশন অফিস : ছৈয়দিয়া বাজার, হাতিয়া, নোয়াখালী।
মোবাইল : ০১৭১২৭০৮০৮৫

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ,
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে, শোন আসমানী তাগিদ।
-কাজী নজরুল ইসলাম

ছোট, বড় সকলের ঈদ আনন্দময় হোক।